



# দৈনিক আজাদী

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবাদপত্র  
প্রতিষ্ঠাতা : আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবদুল খালেক



বোম্বার

৩০ জুন ২০২৪

www.edainikazadi.net বেঙ্গল, নং-৮-৪৪ ৬৪তম বর্ষ ২৮৩ সংখ্যা ১৬ আঘাত ১৪০১ সাল ২০ জুন ১৯৪৫

৮ পৃষ্ঠা

৭ টাকা



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির গণিত বিভাগে বর্ষাবরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন উপাচার্য ড. অনুপম সেন  
প্রিমিয়ার ভার্সিটি গণিত বিভাগের বর্ষাবরণে অনুপম সেন

## নিজস্ব সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দামপাড়া কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে গণিত বিভাগের উদ্যোগে 'বর্ষাবরণ' উপলক্ষে গতকাল শনিবার এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা, ট্রেজারার প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ। সভাপতিত্ব করেন বিভাগের চেয়ারম্যান ইফতেখার মনির। অনুষ্ঠান সম্বলনা করেন সহকারী অধ্যাপক জান্নাতুল ফেরদৌস।

প্রধান অতিথি বলেন, কাজ ছাড়া জীবন হয় না। কিন্তু জীবন মানে শুধুমাত্র কাজ নয়। জীবনে অবসর, অবকাশ, চিত্ত বিনোদন, গান-বাজনা প্রভৃতি প্রয়োজন; প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য দু'চোখ ভরে দেখা ও অনুভব করা প্রয়োজন। এর মধ্যেও আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আমাদের সংস্কৃতির বর্ষাবরণসহ বৈশিষ্ট্যগুলো এবং সেগুলোর বৈচিত্র্য সম্পর্কে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে জানতে হবে ও সেসব রক্ষা করতে হবে। উপ-উপাচার্য বলেন, মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীর বর্ষা বিষয়ক পদগুলিতে

আমরা সবচেয়ে মনোহাী ও আবেগীয় প্রকাশ লক্ষ করি। তিনি বলেন, বর্ষা আমাদের নৈমিত্তিক কার্যক্রমে যতই বাধা দিক না কেন, আমরা অনেক ক্ষেত্রেই বর্ষার কাছে ঋণী। প্রাকৃতিক প্লাবন নদীমাতৃক আমাদের দেশের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। ট্রেজারার প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ বলেন, ঋতুগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন উৎসব হয়, যেমন, আজকের বর্ষাবরণ উৎসব। আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, আমাদের সংস্কৃতিকে পরিচয় করার জন্য এই ধরনের উৎসব দরকার।

বিভাগের চেয়ারম্যান ইফতেখার মনির বলেন, গণিতের ছাত্ররা বর্ষাবরণ করছে; কারণ, বৃষ্টি শুধু সাহিত্যের ছাত্রদের জন্য নয়, সবার জন্য। গণিত এবং বিজ্ঞানের ছাত্ররাও কেবলমাত্র তাদের বিষয়গুলোই চর্চা করে না, সংস্কৃতিরও চর্চা করে উপস্থিত ছিলেন রেজিস্ট্রার খুরশিদুর রহমান, অধ্যাপক ড. হারাধন কুমার মহাজন, প্রভাষক মাহবুবুর রহমান, প্রভাষক সুমাইয়া ইয়াসমিন ও প্রভাষক মামুন-অর-রশিদ। শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

Ref: Daily Azadi, Date: 30 June 2024, Page: 3, Col: 6

<https://edainikazadi.net/index.php?page=1&date=2024-06-30>



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির গণিত বিভাগে বর্ষাবরণে বক্তব্য রাখছেন উপাচার্য ড. অনুপম সেন

## নিজস্ব সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে: অনুপম সেন

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির  
গণিত বিভাগে বর্ষাবরণ

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দামপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে গণিত বিভাগের উদ্যোগে 'বর্ষাবরণ ১৪৩১' উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গতকাল শনিবার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা, ট্রেজারার এবং বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. তৌফিক সাদ্দিক। সভাপতিত্ব করেন গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান ইফতেখার মনির। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সহকারী অধ্যাপক জান্নাতুল ফেরদৌস। প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর ড. অনুপম সেন বলেন, কাজ ছাড়া জীবন হয় না। কিন্তু জীবন মানে শুধুমাত্র কাজ নয়। জীবনে অবসর, অবকাশ, চিন্তা বিনোদন, গান-বাজনা প্রভৃতি প্রয়োজন। প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য দু'চোখ ভরে দেখা ও অনুভব করা প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, সারাবিশ্ব ও বিশ্বের মানুষ একরকম হয়ে যাচ্ছে। একমাত্রিক সভ্যতা গড়ে উঠছে। এর মধ্যেও আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা বলেন, প্রাকৃতিক প্লাবন নদীমাতৃক দেশের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। এর ফলে নতুন পলি আসে, যার কারণে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। ট্রেজারার প্রফেসর ড. তৌফিক সাদ্দিক বলেন, ঋতুগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন উৎসব হয়, যেমন, আজকের বর্ষাবরণ উৎসব। গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান ইফতেখার মনির বলেন, গণিত এবং বিজ্ঞানের ছাত্ররাও কেবলমাত্র তাদের বিষয়গুলোই চর্চা করে না, সংস্কৃতিরও চর্চা করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রেজিস্ট্রার খুরশিদুর রহমান, গণিত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. হারাধন কুমার মহাজন, প্রভাষক মাহবুবুর রহমান, প্রভাষক সুমাইয়া ইয়াসমিন ও প্রভাষক মামুন-অর-রশিদ। শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।-বিজ্ঞপ্তি



প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির গণিত বিভাগে বর্ষাবরণে বক্তব্য দেন উপাচার্য ড. অনুপম সেন

## প্রিমিয়ার ভার্সিটির গণিত বিভাগে বর্ষাবরণ আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে : ড. অনুপম সেন

প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির দামপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে গণিত বিভাগের উদ্যোগে 'বর্ষাবরণ ১৪৩১' উপলক্ষে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ২৯ জুন বেলা সাড়ে ১১টায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সমাজবিজ্ঞানী, একুশে পদকপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ ও প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. অনুপম সেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা, ট্রেজারার এবং বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ। সভাপতিত্ব করেন গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান ইফতেখার মনির। অনুষ্ঠান সম্বলনা করেন সহকারী অধ্যাপক জান্নাতুল ফেরদৌস।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর ড. অনুপম সেন বলেন, কাজ ছাড়া জীবন হয় না। কিন্তু জীবন মানে শুধুমাত্র কাজ নয়। জীবনে অবসর, অবকাশ, চিত্র বিনোদন, গান-বাজনা প্রভৃতি প্রয়োজন; প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য দু'চোখ ভরে দেখা ও অনুভব করা প্রয়োজন। সারাবিশ্ব ও বিশ্বের মানুষ একরকম হয়ে যাচ্ছে। সবার কাপড়-চোপার, চিন্তা-ভাবনা, পড়ালেখা এক হয়ে যাচ্ছে। একমাত্রিক সভ্যতা গড়ে উঠছে। এর মধ্যেও আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আমাদের সংস্কৃতির বর্ষাবরণসহ বৈশিষ্ট্যগুলো এবং সেগুলোর বৈচিত্র্য সম্পর্কে আমাদের তরুণ প্রজন্মকে জানতে হবে ও সেসব রক্ষা করতে হবে। তিনি কালিদাসের মেঘদূত, মধ্যযুগের পদাবলী ও রবীন্দ্রজগলের গান-কবিতায় বর্ষাবন্দনার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মানুষ প্রকৃতিকে জয় করে বাঁচতে চাওয়ার

কারণে প্রকৃতি তার রুদ্ররূপ দেখাচ্ছে। প্রকৃতি এখন আর সুললিত নৃত্য-ছন্দে ধরা দিচ্ছে না। ঋতুগুলো বৈরী আচরণ দেখাচ্ছে।

উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কাজী শামীম সুলতানা বলেন, মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলীর বর্ষা বিষয়ক পদগুলিতে আমরা সবচেয়ে মনোহ্রাহী ও আবেগীয় প্রকাশ লক্ষ করি। তিনি আরও বলেন, বর্ষা আমাদের নৈমিত্তিক কার্যক্রমে যতই বাধা দিক না কেন, আমরা অনেক ক্ষেত্রেই বর্ষার কাছে ঋণী। প্রাকৃতিক প্রাবন নদীমাতৃক আমাদের দেশের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। এর ফলে নতুন পলি আসে, যার কারণে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।

ট্রেজারার প্রফেসর ড. তৌফিক সাঈদ বাংলার প্রত্যেক ঋতুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে বলেন, ঋতুগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন উৎসব হয়, যেমন, আজকের বর্ষাবরণ উৎসব। আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, আমাদের সংস্কৃতিকে পরিচয় করার জন্য এই ধরনের উৎসব দরকার। গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান ইফতেখার মনির বলেন, গণিতের ছাত্ররা বর্ষাবরণ করছে; কারণ, বৃষ্টি শুধু সাহিত্যের ছাত্রদের জন্য নয়, সবার জন্য। গণিত এবং বিজ্ঞানের ছাত্ররাও কেবলমাত্র তাদের বিষয়গুলোই চর্চা করে না, সংস্কৃতিরও চর্চা করে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রেজিস্ট্রার খুরশিদুর রহমান, গণিত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. হারাধন কুমার মহাজন, প্রভাষক মাহবুবুর রহমান, প্রভাষক সুমাইয়া ইয়াসমিন ও প্রভাষক মামুন-অর-রশিদ। শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। বিজ্ঞপ্তি